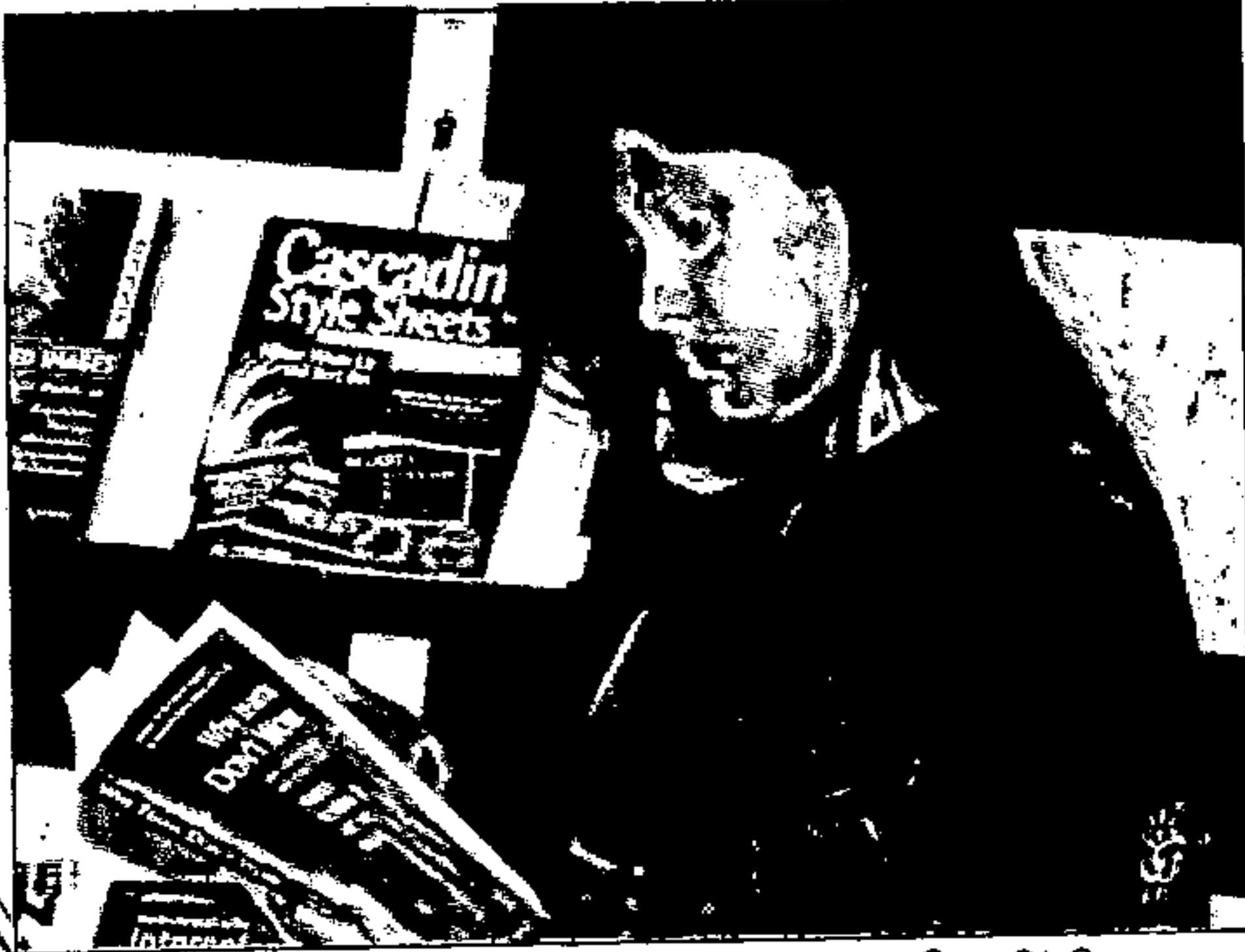


অযত্ন অবহেলায় চলিতেছে ঢাকা বইমেলা



রেজানুর রহমান ॥ অযত্ন-অবহেলায় চলিতেছে ষষ্ঠ ঢাকা বইমেলা। প্রচার-প্রচারণার ব্যাপারেও কাহারও কোন মনোযোগ নাই। বিকাল ৩টার মধ্যে মেলার স্টল খুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইলেও অনেকে এই নির্দেশ মান্য করিতেছে না। প্রতিবছর বিজয় সরণীমুখী রাস্তার পাশে এই মেলা আয়োজন করা হইলেও এইবার মেলার অবস্থান বেশ কিছুদূর সরিয়া গিয়াছে। উপরন্তু মেলার মূল গেট প্রায় জন-মানব শূন্য এলাকায় স্থাপন করার কারণে পরিবেশ অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। গতকাল (বুধবার) সোয়া ৩টায় মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া দেখা গেল অনেক স্টল বন্ধ। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তথা কেন্দ্রে কোন ব্যস্ততা নাই। শিশু একাডেমীর প্যাভিলিয়ন খালি পড়িয়া আছে। বিকাল ৪টায়ও এই প্যাভিলিয়নে কাহাকেও পাওয়া

ঢাকা বইমেলায় একজন তরুণী পছন্দের বই দেখিতেছে -মীর মহিউদ্দিন সোহান

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

অযত্ন-অবহেলায় (শেষ পৃষ্ঠার পর)

যায় নাই। পৌনে ৪টার দিকে তথা কেন্দ্রের মাইক সচল করা হইল। মেলায় এইবার ১০৪টি স্টল স্থান পাইয়াছে। পাশাপাশি বৃটিশ কাউন্সিলসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্যাভিলিয়ন সাজাইয়াছে। ছুটির দিন বাদে প্রতিদিন বিকাল ৩টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত বইমেলা ক্রেতা-দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হইতেছে। গতকাল বিভিন্ন স্টলের মালিকদের সহিত কথা বলিয়া প্রচুর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। স্টল মালিকরা বলিয়াছেন, মেলা কর্তৃপক্ষ এইবার প্রচারের ব্যাপারে মোটেই আন্তরিক নয়। মূল মধ্যে আলোচনাসভাসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত তালিকা পূর্বে প্রকাশ না করায় ইহা শুধুই আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের এত উদাসীনতা সত্ত্বেও মেলায় দর্শক সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পারিবারিকভাবে অনেকেই মেলায় যাইতেছেন। প্রিয় লেখক-লেখিকার নূতন বই কেনার জন্য ভিড় করিতেছেন। অন্য প্রকাশ হইতে প্রকাশিত হুমায়ুন আহমেদের নূতন উপন্যাস 'শুভ' বিক্রির তালিকায় শীর্ষে রহিয়াছে। মেলায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসের কাটিতিও প্রচুর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা বলিলেন, ঢাকা বইমেলায় ভবিষ্যৎ নিয়া আমরা উদ্বিগ্ন। এইবার মেলা প্রাঙ্গণ পূর্বের জায়গা হইতে সরিয়া আসিয়াছে। আগামী বছর বর্তমান এলাকায়ও মেলা করা যাইবে কিনা ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতেছে না। উল্লেখ্য, ঢাকা বইমেলায় শতকরা ২০ ভাগ কমিশনে বই বিক্রয় হইতেছে। প্রবেশপত্রের উপর প্রতিদিন লটারী করিয়া ৩ জন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে বই পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। ছুটির দিন এই মেলা বেলা ১২টায় শুরু হইয়া রাত ৯টায় শেষ হয়।

নারী বইমেলায় আজ শেষ দিন

নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার আয়োজনে সুলতানা কামাল ক্রীড়া কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত বইমেলা ও নারী সমাবেশের আজ শেষ দিন। গতকাল মেলার ষষ্ঠ দিনে খেলধূলা বিষয়ক আলোচনা, লেখিকা প্রকাশক পাঠকদের অধিবেশন, নারীর শিল্প বিষয়ক আলোচনা অধিবেশন শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ মেলার শেষ দিনে সকাল সাড়ে ৯টায় নারী শ্রমিক বিষয়ক আলোচনা শুরু হইবে। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানপূর্বে নারীদের গানের আয়োজন করা হইবে। একই অনুষ্ঠানে সুমিতা দেবী, সৈয়দা রুবি গজনভীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে।